যুগান্তর

তারিখ ... 15 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা

শিক্ষার ভিতটি মজবুত না হলে ভবিষ্যতে এর দুর্বলতা কাটানো কঠিন। এ কারণেই উন্নত দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সরকার ও সমাজের তেমন নজর আছে বলে মনে হয় না। স্বাধীনতার আগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি স্থানীয় জনগণের কর্তৃত্ব এবং নজরদারি থাকলেও এখন আর তা নেই। সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায়ই প্রাথমিক স্কুলগুলো চলছে। প্রাথমিক শিক্ষার আরও অনেক সমস্যার মধ্যে নজরদারির অভাবই বড়। ২০০৮ সালে প্রকাশিত টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার জন্য প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করা হয়েছিল। শিক্ষকদের একটি অংশের অদক্ষতা, শিক্ষা প্রশাসনের দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলার কারণেও শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। যেখানে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করা— তারা আদৌ সেখানে যান না, তদারকিও করেন না। এ অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা কমিটি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ ইতিবাচক বলেই আমরা মনে করি। উক্রবার যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ১১ আগস্ট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত নতুন নীতিমালা ঘোষণা করেছে। এতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক স্কুল পরিচালনার কর্তৃত্ব থাকবে সাংসদ ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের হাতে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকমতো চলছে কিনা তা দেখতেই পারেন তারা। তবে এক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে— যা কোনভাবেই কাম্য নয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে দেশে প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নতুন নীতিমালার আলোকে গঠনের যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তা ইতিবাচক বলেই মনে করি। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিশৃংখলা রয়েছে তা কেটে যাবে আশা করি। সাংসদ ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের কর্মপরিধি ব্যাপক। তাদের পক্ষে সরাসরি সব প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষাবিদ ও প্রকৃত শিক্ষানুরাগীদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে সবাইকে। দেশে প্রাথমিক স্তরে ১২ রকম শিক্ষা প্রচলিত আছে— যা একই ছাতার নিচে আনা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা হতে হবে অবশ্যই একমুখী এবং দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সর্বোপরি সরকার, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়বে বলে আশা করি।